# ত্রাসের মৌসুম!

ক্রুসেডার শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে এখনকার দৃশ্য— খোরাসানের মতো ভারী কংক্রিটের খুঁটি ও দেয়াল, ইস্পাতের ব্যারিকেড আর প্রতিবন্ধক, নিরাপত্তার শিকল আর লোহার বেড়ি। হাট-বাজার আর চত্বরগুলো বন্ধ, অনুষ্ঠানগুলো বাতিল, উৎসবগুলো স্থগিত; অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশের দল, সাদা পোশাকে গোয়েন্দা কর্মীরা, স্থির ল্যান্ড ক্যামেরা আর আকাশে উড়ন্ত নজরদারি ড্রোন।

প্রত্যেক ফিরিঙ্গি বছরের এই সময়টিতে ইউরোপীয় রাজধানীগুলো এবং ক্রুসেডীয় শহরগুলোতে যেন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। সতর্কতা জারি হয় চরম মাত্রায়— যার দেখা মিলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মহাসড়কগুলোতে, কখনো কখনো অভ্যন্তরীণ মহল্লা এবং অলি-গলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এই সতর্কতা। কি ঘটতে যাচ্ছে? এটাকেই বলে সন্ত্রাস এবং উৎকণ্ঠার মৌসুম, যাকে তারা অতিরঞ্জন করে নাম দিয়েছে উৎসবের মৌসুম!

এ বছর নিরাপত্তা সতর্কতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইহুদী-নাসারাদের অনেক উৎসবের সময়সূচি ও তারিখ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, আচার-অনুষ্ঠান বদলে গেছে। এখন ইউরোপ কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কোনো চত্বরে একটি উৎসব আয়োজন করতে গেলে শুধু অনুমতি নিলেই হয় না, বরং তাদেরকে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নিরাপত্তা সুপারিশের অধীনে চলতে হয় -যা ঠিক করে দেয় সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায় থেকে। তাছাড়া অনুষ্ঠান ঘিরে বিশাল সেনাবহরের পাহারাদারি তো থাকছেই। তবুও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

হে ক্রুসেডাররা, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জড়ানোর পর থেকে তোমরা ক্ষয়ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কী অর্জন করেছ? আজ তোমাদের সবচেয়ে উৎসব-আমেজের দিনে, তোমাদের নিজেদের ঘরে, তোমরা ভয়ে কাঁপো, সতর্ক অবস্থানে থাকো, একটু শোরগোল হলেই মনে করো এই বুঝি আক্রমণ হলো! উৎকণ্ঠার সাথে প্রহর গুন —কখন উৎসবের দিনগুলি কেটে যাবে কোন হামলা ও ট্র্যাজেডি ছাড়া।

বিশুদ্ধ শর'ঈ জিহাদের ফলে, আজ ইহুদী-নাসারাদের উৎসবগুলি আল্লাহর শত্রুদের হত্যা, প্রতিশোধ নেয়া এবং তাদেরকে আতঙ্কিত করার একটি ভাল সুযোগ হয়ে ওঠেছে। দাওলাতুল ইসলামের সৈন্যরা এই ধরণের বহু সফল আক্রমণ চালিয়েছেন যা তাদের উৎসবের দিনগুলিকে ট্র্যাজেডি ও দুর্যোগে পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা স্মরণ করতে পারি সেই বিখ্যাত "বার্লিন আক্রমণ" -যেখানে একটি ভারী ট্রাক নিয়ে ক্রিসমাস বাজারে হামলা করা হয়। ফলে তাদের হাড়গোড় রাস্তার সাথে পিষে যায়, দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকে। মিডিয়াতে এমন এক হট্টগোল সৃষ্টি হয় যার প্রতিধ্বনি আজও শোনা যায়। এমনকি হামলা প্রতিরোধে জার্মান সরকারের ব্যর্থতার কারণগুলি খতিয়ে দেখতে দেখতে ক্রুসেডার গবেষকরা একটি পুরো বই লিখে ফেলেছে। হামলার নায়ক আনিস আল আমেরী তাকাব্বালাহুল্লা এর নামানুসারে সেই বইয়ের নাম দিয়েছে "আল আমিরি কমপ্লেক্স"। এখন প্রতি বছর তাদের উৎসবের মৌসুমে হামলার উপলক্ষটি সামনে চলে আসে। ফলে এ সময়টি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও পূর্ণ সতর্কতার মধ্যে দিয়েই কাটাতে হয়। এটি কেবল একটি উদাহরণ, বাকিটা আপনি নিজেই অনুমান করুন।

এভাবে ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে "ক্রুসেডার জোটে" যোগ দেওয়ার পর থেকে ক্ষয়ক্ষতির পাহাড় বহন করে চলছে। কিন্তু এই ক্ষয়ক্ষতি এখন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক খরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি ইউরোপ ও তার মিত্র দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাদের রাজধানী ও মহাসড়কগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিনিয়ত বহন করতে হয় বিশাল অংকের খরচ। এটি একটি অসাধারণ সাফল্য, যা অর্জিত হয়েছে আন্তদেশীয় হামলাগুলোর কারণে। যে হামলাগুলো কোন কাল্পনিক সীমানাপ্রাচীরে আটকে রাখা যায় না। যে হামলাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় -শুধুই- ইনসাফপূর্ণ শরীয়াহর আইনে -সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত (اللطيف الخبير) মহান আল্লাহর বিধিনিষেধে।

পরিকল্পনার ধরন আর অনুপ্রেরণার উৎস বিবেচনায় হামলাগুলো বেশ বৈচিত্র্যময়। কখনো সুসংগঠিত হামলা—যার পরিকল্পনা হয়েছে দাওলাতুল ইসলামের ভূখণ্ডে আর বাস্তবায়ন করেছে দাওলাহর প্রশাসনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধারা। কখনো এমন হামলা —যা পরিচালিত হয়েছে কোন নিকটবর্তী বা দূরবর্তী নিরাপত্তা প্রদেশ (ولاية أمنية) থেকে। কখনো বা (কেন্দ্র থেকে) নির্দেশপ্রাপ্ত হামলা—যা পরিচালনা করেছে একাকী মুজাহিদরা, যারা তার শর'ঈ পতাকার অধীনে একতাবদ্ধ হয়েছে এবং তার প্রতি আনুগত্য ও সমর্থনের বায়াত দিয়েছে। কখনো এমন হামলা -যার জন্য আক্রমণকারীরা নির্দিষ্ট সহায়তা পেয়েছে অথবা তাদের জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও নানা রূপের মৃত্যুর প্রকৌশল ও সন্ত্রাসের শিল্প—যা ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোকে শায়েস্তা করেছে, তাদের রক্তাক্ত করেছে, এবং যুদ্ধকে তাদের নিজেদের ঘরদোরে পৌঁছে দিয়েছে। এসব হামলা থেকে রেহায় পায়নি ইউরোপে বসবাসকারী ইহুদী নাগরিকরাও —যারা ভেবেছিলো, "ইহুদী বিদ্বেষ বিরোধী" আইনগুলো তাদেরকে মুসলিমদের হামলা থেকে রক্ষা করবে। অথচ তারা ন্যায়পরায়ণ, প্রজ্ঞাময় (الحكم العدل) স্রষ্টার বিধান ছাড়া অন্য কোনো আইনে বিশ্বাস করে না; যিনি মুসলিমদের জন্য দিয়েছেন ন্যায়সংগত জিহাদের বিধান। সেই বিধান থেকেই উৎসারিত হয় এসব কিছু, এবং তারচেয়ে অধিক। মহান আল্লাহর আদেশ পালনার্থেই তারা এসব করে। তিনি ﷻ বলেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।"

ক্রুসেডার সরকারগুলোর জন্য দুঃসংবাদ হলো —এই সতর্কতা ও সন্ত্রাসের আতংক থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো আশা নেই। বরং এর মাত্রা বছরের পর বছর আরো বাড়তে থাকবে, এবং এটাই ঘটছে। আর ক্রুসেডার-ক্রুসেডার সংঘাতের হার যত বাড়বে, এই অভিযানগুলোর সাফল্যের হার ততই উপরে উঠবে— কেননা ক্রুসেডার সরকারগুলো ক্রমশ নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকটের গভীরতর জালে আটকে যাবে।

কার্যক্ষমতার দিক থেকে, যারা বন্দুকের দোকান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পারে না তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হল ট্রাক দিয়ে পিষে দেয়া এবং ভারী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা। মাথায় লোহার হাতুড়ি দিয়ে একটি মাত্র আঘাতই টার্গেটকৃত শত্রুকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি আঘাতে যেন একটি করে লাশ পড়ে, এবং ত্রিত্ববাদের সকল পৌরাণিক কাহিনী তার মাথা থেকে বেরিয়ে আসে। কারণ, কিছু মস্তিষ্ক চূর্ণ করেই তার মেরামত করতে হয়। তাই হে মুমিনগণ, ক্রুশের উপাসকদের মাথার খুলি চূর্ণ করুন, কারণ আজকের দিনে তাদের কোনও সুরক্ষা নেই-কঙ্গো এবং মোজাম্বিকের কিছু গ্রাম ছাড়া, যারা অপমানিত হয়ে জিযিয়া দিতে রাজি হয়েছে। বাকি যারা আছে -"ইয়োবি" থেকে "বুন্দি" পর্যন্ত, ইউরোপ থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত, স্বর্ণকেশী আর বাদামী, খ্রিস্টান আর ইহুদী —সবার রক্ত বৈধ।

আমরা মুজাহিদদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিই যে, আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখতে হবে এবং দুনিয়ার আসক্তি কমাতে হবে। কেননা নবী ﷺ আপনাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করেছেন, তা হলো দুনিয়ার আসক্তি। অতঃপর দৃঢ় ইয়াকিন রাখুন যে, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া মৃত্যুকে এক মুহূর্তও এগিয়ে আনে না, আর ভয়ে পিছিয়ে পড়া মৃত্যুকে এক মুহূর্তও পিছিয়ে দেয় না। কত নির্জীব, ভীতু ও কাপুরুষ বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে, আবার কত মুজাহিদ প্রথম সারিতে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু তার সময় আসেনি বলে সে মারা যায়নি। গুলি বা বোমার আঘাতে মানুষ মারা যায় না, বরং মারা যায় যখন তার নির্ধারিত সময় এসে পৌঁছায়। বস্তবাদের এই যুগে মুমিনদের মন-মানসিকতা এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই গড়ে তোলা উচিত।

দাওয়াতি ময়দানে, আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি ওয়ালা-বারা'র সে সকল দাঈদের প্রতি, যারা ঈমানী গায়রতে উদ্ধুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন—খ্রিস্টানদের উৎসবের উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন। এবং যারা অভিশপ্ত ইহুদি (مغضوب عليهم) -কে অভিনন্দন জানানো আর পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের (الضالين) অভিনন্দন জানানোর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না! আর আমরা মুসলিম তরুণদের আহ্বান জানাই, তারা যেন আকীদা-মানহাজ এর দাওয়াতি অভিযানগুলো আরও জোরদার করে, যার লক্ষ্য হবে আমজনতা -ও বিশেষ শ্রেণি- সকলের আকীদাগুলো পরিশুদ্ধ করা এবং তাদেরকে গোমরাহির করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা। কারণ, সকল সংঘাতের সূচনা ও সমাপ্তি হয় তাওহীদের ময়দান থেকেই— এটাই পথের সূচনা, এটাই গন্তব্য। আর তাওহীদ ছাড়া উম্মাহ বন্দী হয়ে থাকে জাহিলিয়াতের দাসত্বে।

এ পর্যায়ে আমরা পৃথিবীর সকল মুওয়াহহিদ যুবকদের প্রতি আহ্বান করছি: ইহুদী-নাসারাদের উৎসবের মৌসুমকে আপনারা তাওহীদের স্পষ্ট ঘোষণা ও শিরক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মৌসুম বানিয়ে ফেলুন। দাওয়াত আর তরবারির সাহায্যে এই শিরকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। স্পষ্ট ভাষায় কথা বলুন, আর তরবারী দ্বারা আল্লাহর কিতাবকে সাহায্য করুন। ইউরোপ, আমেরিকা আর ইহুদীদের ক্ষুদে রাষ্ট্র (ঈসরায়েলের) প্রাণকেন্দ্রে— খ্রিস্টান ও ইহুদীদের জনসমাগমে ইনগিমাসি হামলা করুন, বাস চাপা দিন, ভারী হাতুড়ি দিয়ে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলুন।

আমরা দাওয়াহ ও জিহাদের সৈনিকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উৎসবগুলিতে আক্রমণ করা -এই ভ্রান্ত শিবিরগুলো থেকে বিচ্ছিন্নতার সর্বোচ্চ রূপ। ফলে গায়রতবান কিছু ব্যক্তি কেবল লিফলেট ছড়িয়ে এবং মুখে বাধা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি, বরং আমলের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং খ্রিস্টান ও ইহুদীদের পালে আক্রমণ করেছেন। এভাবে তারা নিজেদের দাওয়াহকে জিহাদের মাধ্যমে সত্যায়িত করেছেন, আমলের মাধ্যমে কথার বাস্তবায়ন করেছেন। তারা মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছেন, এবং ওয়ালা-বারা'র সর্বোচ্চ মাকাম হাসিল করেছেন। তাই আপনি হয়ে উঠুন সেই মানুষটি।